সংবাদ

তারিখ ... ০1 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

মাউশিতে ২ হাজার কর্মচারী নিয়োগ

নিয়ন্ত্রণ বিসিএস শিক্ষা ও বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগীদের হাতে

রাকিব উদ্দিন

প্রায় দুই হাজার কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে শিক্ষা ভবনে চলছে তেলেসমাতি কাণ্ড। ঘটছে ভয়াবহ কেলেঙ্কারি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মচারী নিয়োগের বিধান থাকলেও মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে। অভিযোগ উঠেছে, 'বিসিএস' শিক্ষা সমিতির কয়েকজন প্রতাপশালী নেতা ও বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সুবিধাভোগী কয়েকজন কর্মকর্তা এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাদের ইন্ধনে কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে চলছে বাণিজ্য। চাকরি দেয়ার নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে দুই থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত সংগ্রহের মিশনে লিপ্ত আছেন শিক্ষা ক্যাডারের কয়েকজন বড় কর্তা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর সংবাদকে বলেন, 'কর্মচারী নিয়োগের আগে-পেছনে সমিতির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই'।

মাউশির কর্মকর্তারা জানায়, কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে শিক্ষা ভবনে অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) চাকরি প্রার্থী, তদবিরকারী, দালাল ও শিক্ষক সমিতির তৎপরতা ব্যাপকহারে বেড়েছে। শিক্ষা ভবনে সরকার সমর্থক কর্মকর্তাদের বিশাল এই নিয়োগ কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার অভিযোগ উঠেছে। আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার দোহাই দিয়ে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সরকার দলীয় প্রভাবশালী নেতাদের ডিও লেটার (চাহিদাপত্র) প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সাংবাদিকদের বলেন, 'নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্য হচ্ছে এ ধরনের একাধিক অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। তবে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিয়ন্ত্রণ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

নিয়ন্ত্রণ : বিসিএস শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব সংবাদকে বলেন, 'দুই হাজার সরকারি কর্মচারী নিয়োগ কোন ছেলে খেলা নয়। এটি বিশাল কর্মযজ্ঞ'। তিনি বলেন, 'মাউশির নিজস্ব কম্পিউটার সেন্টার ও মন্ত্রণালয়ের সর্বাধুনিক কম্পিউটার সেন্টার থাকতে এই নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে তৈরি করা হবে কেন, তা বোধগম্য নয়'।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় শিক্ষামন্ত্রী গতকাল নিজ দফতরে নিয়োগ কমিটির কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠান। তখন কমিটির সদস্যরা মন্ত্রীকে জানান, 'পুরো নিয়োগ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছেন উপ-কমিটির কর্মকর্তারা। আমরা কিছুই জানি না। তাই নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকায় আমরা স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'। উপ-কমিটির অযাচিত খবরদারির ফলে নিয়োগ কার্যক্রম ঝুলে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন।

কোন ক্যাটাগরির কত কর্মচারী নিয়োগ :

জানা গেছে, প্রথমবারের মতো একসঙ্গে রেকর্ডসংখ্যক এক হাজার ৯৬৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী নিয়োগ দিতে যাচ্ছে মাউশি। পদের বিপরীতে আবেদন করেছে প্রায় এক লাখ ৭৬ হাজার প্রার্থী। এরমধ্যে প্রদর্শক (পদার্থ) ৯২ জন, প্রদর্শক (রসায়ন) ৯৫ জন, প্রদর্শক (প্রাণিবিদ্যা) ৬৬ জন, প্রদর্শক (উদ্ভিদবিদ্যা) ৪৬ জন, প্রদর্শক (ভূগোল) ১০ জন, প্রদর্শক (মৃত্তিকাবিজ্ঞান) দুইজন, প্রদর্শক (সংগীত) একজন, প্রদর্শক (গার্হস্থ্য) ৩ জন, শরীরচর্চা শিক্ষক ৭৬ জন, গবেষণা সহকারী ৯ জন, সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম-ক্যাটালগার ৫৪ জন, সাঁটলিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর ২ জন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ৪ জন, উচ্চমান সহকারী ৭১ জন, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১৮৯ জন, স্টোর কিপার/ক্যাশিয়ার ১৩ জন, হিসাব সহকারী ৪৩ জন, ক্যাশিয়ার ৩৯ জন, স্টোর কিপার ৩৩ জন, মেকানিক-কাম ইলেকট্রিশিয়ান ৩১ জন, বুক সর্টার ২৯ জন, এমএলএসএস ৯৫৮ জন, সুইপার ৮৯ জন। সারাদেশের স্কুল-কলেজে শূন্য পদ পূরণে এ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পূর্বঘোষিত সময় অনুযায়ী উচ্চমান সহকারী পদে গত ১৪ জুন ৩৯টি কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে মাউশি। অন্যান্য পদে গত ২১ জুন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত শুক্রবার লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বাণিজ্য ও কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠায় ওইদিন তালিকা প্রকাশ করা হয়নি বলে নিয়োগ কমিটির একাধিক সদস্য সংবাদকে জানিয়েছেন। তবে জুলাই মাসেই মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার কথা রয়েছে।

মাউশি জানায়, কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক এবং উপ-পরিচালক (প্রশাসন) শফিকুল ইসলাম সিদ্দিকীকে সদস্য সচিব করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। এতে সদস্য হিসেবে আছে জনপ্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পিএসসির একজন করে কর্মকর্তা। পরবর্তীতে মাউশির কয়েকজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে আরেকটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই উপ-কমিটি চাকরি প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উপ-কমিটির নেতৃত্বে আছেন মাউশির একজন সহকারী পরিচালক, যিনি বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের পিএস ছিলেন। আর সদস্যদের একজন হলেন বিসিএস শিক্ষা সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ও একজন সদস্য। বাকি কর্মকর্তারাও সমিতির আস্থাভাজন।

এছাড়াও বিসিএস সমিতির এক সহ-সভাপতি এই নিয়োগ কার্যক্রম তদারকি করছেন বলেও মাউশির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারা জানায়, নিয়োগ পরীক্ষার খাতা পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে মূল্যায়নের কথা থাকলেও ম্যানুয়ালিও (হাতে) তা করা হচ্ছে। এতে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকাভুক্তি নিয়ে সন্দেহ আরও বেড়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নিয়োগ কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর আতাউর রহমান সংবাদকে জানান, 'লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের তালিকা সোমবার (আজ) প্রকাশের চেষ্টা করছি'। নিয়োগ বাণিজ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, 'কোন বাণিজ্য হচ্ছে না। সব অভিযোগ মিথ্যা'।

প্রসঙ্গত, মাউশির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশিদ ২০১০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেন। পরবর্তীতে গত ৯ মার্চ কয়েকটি সংবাদপত্রে নিয়োগের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।